দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...JUL 10 1999...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

অনুদান পাওয়া দুই-তৃতীয়াংশ মাদ্রাসাই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত

রাশেদ আহমেদ ॥ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোর দুই-তৃতীয়াংশের বেশিই নীতিমালা লংঘন ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। দেশে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬ হাজার ৮শ' ৪৭টি বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসার মধ্যে এ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাড়ে ৩ হাজার মাদ্রাসা সম্পর্কিত তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে। এর মধ্যে আড়াই হাজারের বেশি মাদ্রাসায়ই সরকার প্রণীত নীতিমালা লংঘিত হচ্ছে ও নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয় ভুয়া প্রতিষ্ঠান ও গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় আপাতত ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তি (সরকারি অনুদান) বন্ধ করেছে।

মহলবিশেষের ব্যাপক বিরূপ প্রচারণা ও রাজনৈতিক কর্মসূচির কাছে নতিস্বীকার করতে নারাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অভিযুক্ত মাদ্রাসাগুলো বন্ধের সিদ্ধান্তে মন্ত্রণালয় অটল রয়েছে। স্বীকৃতি বাতিলের খবর পেয়ে ইতোমধ্যে মাদ্রাসার শত শত শিক্ষক-কর্মচারী শিক্ষা বোর্ড, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিতে শুরু করেছে। তাদের ওজর আপত্তি গৃহীত হচ্ছে না। বিরোধী ৪টি রাজনৈতিকদল মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সরকারি চক্রান্তের অভিযোগ তুলে ১৬ই জুলাই দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি দিয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, সারাদেশের তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেলে হয়তো আরো অনেক মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি ও স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাবে। তবে অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতিগ্রস্ত চিহ্নিত মাদ্রাসাকে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হবে।

দেশের মাদ্রাসাগুলোর সঠিক চিত্র জানার জন্য গত বছর জুলাই মাসে প্রত্যেক থানায় টিএনওকে আহ্বায়ক করে তদন্ত টিম গঠন করে দেয়া হয়। ওই কমিটির চলতি বছর মার্চ মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা ছিল; কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের রিপোর্ট দেরিতে জমা পড়ছে। দেশে ৪৬০টি থানা এলাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২শ' থানার সাড়ে ৩ হাজার মাদ্রাসার রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে এসেছে।

রিপোর্টগুলো দেখলে মাদ্রাসা শিক্ষার ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। অনেক মাদ্রাসার অভিযুক্ত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

অভিযুক্ত ঃ দুই-তৃতীয়াংশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অস্তিত্ব নেই, আবার অনেকগুলো সাইন বোর্ডসর্বস্ব ছাত্ররা লেখাপড়া করে না, অথচ ১৩ থেকে ১৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী মাসে মাসে সরকারি বেতন পেয়ে যাচ্ছেন। অনেক মাদ্রাসায় ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক সংখ্যা বেশি। সাড়ে ৩ হাজার মাদ্রাসার রিপোর্টের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র নেই এমন মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় সোয়া ৩ হাজার।

এসব রিপোর্টের মধ্যে একেবারেই মওকুফের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত ১২৬টি মাদ্রাসার পুরোপুরি স্বীকৃতি এবং ১২৫টি মাদ্রাসার উচ্চতর স্তর বাতিল করা হয়েছে। ১২৬টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল করায় ১ হাজার ৭শ'র মতো নামধারী শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি অনুদানপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন এবং ১২৫টি মাদ্রাসার উচ্চতর স্তর বাতিল করায় ১ হাজার ৪৭ জন শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরি যাবে।

নরসিংদীর একটি তদন্ত রিপোর্টে দেখা গেছে, সেখানে আজকিতলা হাফেজ মোল্লা আব্বাস আলী দাখিল মাদ্রাসায় মাসে মাসে ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী বেতন নিচ্ছেন। অথচ ছাত্র নেই একজনও। মাদ্রাসাটির স্বীকৃতিও নবায়ন করা নেই। একই জেলার চর বেলাবো সিনিয়র মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণীতে ছাত্র পাওয়া গেছে মাত্র ১৮ জন, অথচ ছাত্র প্রয়োজন ১০০।

শিবপুর থানার নওয়াদিয়া খইশাখালি সিনিয়র মাদ্রাসা ও নওয়াদিয়া খইশাখালি বালিকা দাখিল মাদ্রাসায়ও শিক্ষকের চেয়ে ছাত্রসংখ্যা কম। ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে রহমানিয়া হামিদিয়া মাদ্রাসায় আলিম ও ফাজিল শ্রেণীতে ছাত্র ১২ জন। এই মাদ্রাসার উক্ত দুই উচ্চতর স্তর বাতিল করা হয়েছে। রাজশাহীর পবা … দাখিল মাদ্রাসার … প্রতিবে…

… অনুযায়ী সরকারি অনুদান ও স্বীকৃতি পেতে দাখিল মাদ্রাসায় ২৫০ জন, আলিম ৩০০ জন, ফাজিল পর্যায়ের মাদ্রাসায় ৪০০ জন এবং কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসায় ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে হয়। সেই সাথে ৫০ হাজার টাকা ব্যাংক ডিপোজিট, লাইব্রেরি, নিজস্ব জায়গা থাকতে হবে। একটি মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন হিসেবে সরকারের খরচ হচ্ছে দাখিল সোয়া দুই লাখ টাকা, আলিম ৫ লাখ, ফাজিল সাড়ে ৬ লাখ এবং কামিল ৭ লাখ টাকা। সরকারি নীতি অনুযায়ী কোন মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্তি হতে হলে বার্ষিক পরীক্ষায় পাসের হার ৭০ শতাংশ থাকতে হবে। কিন্তু এই পাসের হার নেই শতকরা ৮০ ভাগ মাদ্রাসার। কিন্তু এর পরও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কি করে এসব ভুয়া মাদ্রাসার স্বীকৃতি অনুমোদন করেছে— এ প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, দুর্নীতির জন্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। সূত্র জানায়, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে না বলেই ভুয়া ও নীতিমালা লংঘনকারী মাদ্রাসা চিহ্নিত করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কারণ এসব দুর্নীতির সাথে তারাও জড়িত। বর্তমানে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়ায় তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে মহলবিশেষের উদ্দেশ্যমূলক অপ-প্রচারণাকে উৎসাহিত করতে চাচ্ছে বলে অভিযোগ এসেছে।

সূত্র জানায়, সমীক্ষা করে দেখা গেছে, সরকার দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীর চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকে। স্কুল-কলেজের চেয়ে …